**অধ্যাদেশ নং .....,২০২৫**

**মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত**

**অধ্যাদেশ**

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই অধ্যাদেশ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১২ সনের ৫ নং আইনে ধারা ৯ক এর সন্নিবেশ**।- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা **৯ক** সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"**৯ক। পাচারকৃত অর্থ বা সম্পত্তি অধিকারে রাখিবার ক্ষেত্রে প্রমাণের দায়ভার**।- Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি বা সত্তা, বিদেশে পাচারকৃত কোনো অর্থ বা সম্পত্তি, তাহার নিজ নামে বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির নামে অথবা তাহার দখলে রাখিলে আদালত অনুমান করিবে (shall presume) যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধে দোষী, যদি না অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে উক্ত অনুমান খন্ডন (rebut) করিতে পারেন, এবং কেবল উক্তরূপ অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত কোনো দন্ড অবৈধ হইবে না।"।